যায়যায়দিন

তারিখ ... 19 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

বিনা রেজিস্ট্রেশনেই চলছে বেশির ভাগ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল : নেই নীতিমালা

অরুপ সাহা

ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা নেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। আর নামমাত্র প্রচলিত শিক্ষা আইনটি কার্যকরে মন্ত্রণালয়ের রয়েছে সীমাহীন গাফিলতি। এ সুযোগে ঢাকাসহ সারা দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠছে এ ধরনের স্কুল। এগুলোর বেশির ভাগেরই নেই কোনো ধরনের রেজিস্ট্রেশন বা স্কুল প্রতিষ্ঠার কোনো অনুমতি। ফলে কোনো প্রকার নিয়মনীতির তোয়াক্কা করে না স্কুল কর্তৃপক্ষ।

বর্তমানে বাংলাদেশে পরিচালিত সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন কাজ চলছে ১৯৬২ সালের মূল শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ আইনের অধীনে। কিন্তু সে সময় দেশে কোনো ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল না থাকায় মূল এ আইনে স্কুলগুলোর রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে কোনো বিধান উল্লেখ নেই। তবে পরবর্তী সময় এ আইনটি বেশ কয়েকবার সংশোধন করা হলেও ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোর রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম এখানে উল্লেখ করা হয়নি। ১৯৯৯ সালে আইনটিতে আনা সংশোধনীতে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর রেজিস্ট্রেশন নিয়ে নতুন নিয়ম প্রণয়ন করা হয়।

এ নিয়মের অধীনে কিন্ডারগার্টেন ও নার্সারি প্রিপারেটরি স্কুলগুলোকে (পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের, জুনিয়র কেমব্রিজ বা সমমানের স্কুলগুলোকে (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম) জোনাল শিক্ষা অফিসগুলোর এবং কেমব্রিজ, সিনিয়র কেমব্রিজ (এ এবং ও লেভেল) স্কুলগুলোকে শিক্ষা বোর্ডগুলোর আওতায় আনা হয়। তবে আইন সংশোধন হলেও মন্ত্রণালয়ের উদাসীনতার সুযোগে রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই স্কুল প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে দেশের কয়েকশ ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল কর্তৃপক্ষ।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (বেসরকারি স্কুল শিক্ষক) প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, শুধু ঢাকায় ১২৪টি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশন রয়েছে মাত্র ৫০টির। অন্যদিকে শিক্ষা অধিদফতরের হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের সংখ্যা ১৮৫টি। এর মধ্যে ৮৯টি স্কুলের রেজিস্ট্রেশন করানো হয়েছে এবং রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই ৯৬টি স্কুল তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে। তবে বেসরকারি এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বর্তমানে বাংলাদেশে ছোট-বড় ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সংখ্যা প্রায় ১৮ হাজার। আর এর সিংহভাগই রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই স্কুলের কার্যক্রম পরিচালনা চালিয়ে যাচ্ছে।

এ ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চলের পরিচালক ননী গোপাল জগদাশ বলেন, বিভিন্ন সময় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোকে রেজিস্ট্রেশন করতে নির্দেশ দেয়া হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ তাতে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। ফলে এখন পর্যন্ত স্কুলগুলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি।

তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় আসতে ঘোর আপত্তি রয়েছে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোর। রেজিস্ট্রেশন করা হলে মন্ত্রণালয় তাদের বিভিন্ন কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে- এমন শঙ্কা রয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষদের। এ জন্য বিভিন্ন সময় মন্ত্রণালয় তাদের রেজিস্ট্রেশন করানোর উদ্যোগ নিলেও একটি প্রভাবশালী মহলের তৎপরতায় তা বারবার ভেস্তে গেছে। এ মহলটির সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদস্থদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে বলেও সূত্র জানায়।

এদিকে একাধিক ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এ ধরনের স্কুলের প্রতিষ্ঠার বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে বৃটিশ কাউন্সিল। সে ক্ষেত্রে ঢাকার বৃটিশ কাউন্সিল থেকে একটি অনুমতিপত্র নিয়েই স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে বৃটিশ কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টি এক বাক্যে নাকচ করে দেয়। প্রতিষ্ঠানটির এডুকেশন প্রমোশন মার্কেটিং ম্যানেজার রাইকা আলি খান বলেন, বৃটিশ কাউন্সিল শুধু মাত্র 'এ' এবং 'ও' লেভেলের পরীক্ষাগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। রেজিস্ট্রেশনের বিষয়টি সরকারের ব্যাপার বলেও প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়।

এ ব্যাপারে শিক্ষা অধিদফতরের মাধ্যমিক শাখার পরিচালক প্রফেসর মোঃ খোরশেদ আলম যায়যায়দিনকে বলেন, এটা সত্যি যে অনেক সময় আমরা ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোকে বেসরকারি স্কুলের আওতায় আনার চেষ্টা করেও বিভিন্ন কারণে তা সম্ভব হয়নি। তবে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে নেয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলোর রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কাজও শুরু করা হয়েছে। শিগগিরই সব স্কুলের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হবে।

এদিকে গত ১৭ এপ্রিল বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে স্কুলগুলোকে রেজিস্ট্রেশনের নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সংবাদটি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে এসব স্কুলকে স্থানীয় কমিশনারের কার্যালয়গুলোতে নিবন্ধনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোনো স্কুল রেজিস্ট্রেশন করতে ব্যর্থ হলে সে স্কুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও নোটিশে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ এক মাস আগেই শেষ হয়েছে। কিন্তু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর কাছ থেকে এ ব্যাপারে তেমন কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। আর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে এখনো কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি বলেও তিনি জানান।